চলে যাওয়া নয়...

আলোকিত মানুষ, সাহসী সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী চলে গেলেন বড় অসময়ে। তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যাই এক একটি খন্ড দলিল । মৌলবাদ, জঙ্গি, '৭১-এর রাজাকার গোষ্ঠীর অশুভ কর্মকান্ড, পৈশাচিকতা, নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অসম সাহসিকতায় তুলে ধরে জাগ্রত রাখে বাঙালিকে অতন্ত্র প্রহরীর মতো। জাতির পতাকা খামচে ধরে যে অশুভ যাত্রা শুরু রাজাকার গোলাম আযমদের; আজ তারা পুরো বাংলাকে গিলে ফেলার চূড়ান্ত পর্যায়ে। জাতির এ ঘোর অমানিশায় আরো বেশি প্রয়োজন ছিলো কিংবদন্তি শাহাদত চৌধুরীর। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

রতন কুমার প্রসাদ
গ্রিন রোড, ঢাকা

জঙ্গিদের উত্থান এবং...

দেশে জঙ্গিদের উত্থানের কথা অস্বীকার করে আসছিল সরকার। কিন্তু এখন একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। ফলে বাধ্য হয়ে জঙ্গিদের কথা স্বীকার করতে হচ্ছে সরকারকে। গত কয়েক দিন অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো যেভাবে চিত্রিত, বিবৃত করেছে তাতে বাংলাদেশ জঙ্গি ও ব্যর্থ রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। গত ৪ ডিসেম্বর ও টাঙ্গাইলে জেএমবি'র সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে পুলিশের। এতে কী প্রমাণ হয়, তা সরকারই বলুক।

নাজমা জেসমিন
খিলগাঁও, ঢাকা

ফলাফল শূন্য সম্মেলন

ভাবতে অবাক লাগে একটি সম্মেলনের জন্য পুরো শহর চারদিনের জন্য অচল রাখতে পারে সরকার। সাপ্তাহিক ছুটি দুদিন থাকার পরেও ১ দিন বাড়তি ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিদ্যুৎ ঘাটতির অসহনীয় যন্ত্রণায় যখন পুরো দেশ অতিষ্ঠ, তখন সম্মেলনের জন্য বিভিন্ন সড়ক ভবন, আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। গরিব হয়েও বিলাসিতা দেখানোর জন্য ইটালি থেকে অত্যাধুনিক টাইলসসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম আনা হয়। দেশে সুরভীর সুন্দর মৌসুমি ফুল থাকতে, সুরভীহীন অর্কিড আনা হয় লক্ষ টাকা খরচ করে। দেশের একটি অঞ্চলের মানুষ যখন অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তখন সম্মেলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলে খাবারের মহোৎসবে মেতেছে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে খুবই অসুস্থ রোগীও রেহাই পায়নি। এ রকম একটি দরিদ্র দেশে এমন আয়োজন কতোটা শোভনীয় আমি জানি না। ১১ নবেম্বর ভারতীয় একটি টিভি সংবাদে সার্ক আয়োজন নিয়ে রিপোর্টটিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের নাগরিকরা এখন তৃতীয় শ্রেণীর। সেই রিপোর্টটিতে আরো অনেক সত্য তথ্য খুবই তাচ্ছিল্যভাবে পরিবেশন করা হয়। কিন্তু ঘটনা তো সত্য। ভীষণ লজ্জাও পেয়েছিলাম। জানি না এ লজ্জা কি শুধু আমার, দেশের, নাকি সরকারের?

শিল্পী, বেনারশি পল্লী,
মিরপুর, ঢাকা

এখনো সময় আছে

সরকার সত্যিকারভাবে চাইলে এখনো জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। পরিস্থিতি নাজুক, তারপরও এ অবস্থার উত্তরণ সম্ভব। শুরুতে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বাংলা ভাই নেই। এসব মিডিয়ার সৃষ্টি কিন্তু এখন? বিপদে পড়ে সরকার এখন সংলাপে ডাকছে বিরোধী দলকে। কিন্তু সরকারের মন্ত্রীরা সব সময় সভা-সমাবেশে বলে আসছে জঙ্গি হামলা বিরোধীদের চক্রান্ত। সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পাঁয়তারা। তাহলে বিরোধী দল এখন কেন আসবে? কেন কথা বলবে। জঙ্গি দমনে আইন প্রণয়নের কথা শোনা যাচ্ছে। আইন হয়তো প্রণয়ন হবে কিন্তু তা কতোটা বাস্তবায়িত হবে সেটা দেখার বিষয়।

সাইদুর রহমান, কাফরুল, ঢাকা

বোমাবাজি ? ভয় নেই !! আছি আমরা ...

- হাই ইমন, ক্লোজ আপ ওয়ান দেখছস ? হেব্বি জমাইছে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
- মনে তো হচ্ছে তুইও জইম্যা গেছস।
- সার্থক অনুষ্ঠান। আসলে ওদেরকেই খুঁজতাছে বাংলাদেশ। বোমাবাজির মধ্যে একটু স্বস্তি এই গান।
- বোমাবাজিই তো ডুবাইল। বোমাবাজির কারণে হরতাল হইতাছে। বোমা-হুমকি ও হরতালে আমাদের এডমিশন টেস্ট পিছাইতাছে। কোন ইউনিভার্সিটি যে কখন পরীক্ষা পিছাইব তা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তায় আমার স্বস্তি নেই। ফাঁপড়ে আছি।
- আমার দুশ্চিন্তা দূর করছে ভার্সিটি এডমিশন ডট কম। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আপ-টু-ডেট তথ্য আমি এখান থেকেই পাই। তুইও ব্রাউজ করে দেখ, টেনশন থাকব না।

www.VarsityAdmission.COM

পাঠক ফোরাম

পুরনো গান হারানো সুর

মানুষের সহজতম শান্তিময় জীবনে অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে যে সুরের মূর্ছনার সৃষ্টি হয় তাই সঙ্গীত। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় এই সঙ্গীত চর্চা। তেমনি আমাদের দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাভাষি মানুষের সংস্কৃতির ভাবধারা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলিক গান। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান। এ গানে সংশ্লিষ্ট ওই অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ- বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। এই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। সংরণ, সংগ্রহ, গবেষণা এবং শুদ্ধভাবে এ গান শিার কোনোপ্রতিষ্ঠান না থাকায় গানগুলো প্রতিদিন বিকৃত হচ্ছে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান শিার কোনো প্রতিষ্ঠান, শিল্পীদের কোনো সংগঠন না থাকায় শিল্পী এবং শ্রোতাদের কাছে আঞ্চলিক গানগুলো মূলকথা ও সুরসহকারে পৌঁছাতে পারছে না। তাই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান সংগ্রহ, সংরণ, গবেষণা ও শিার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপকে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

হোসাইন মুহাম্মদ ইফতেখারুল হক
বাংলাদেশ ইউপি মেম্বার এসোসিয়েশন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

ইসলাম ও আজকের বোমাবাজ

আমাদের নবীজী (সাঃ) মদীনা থেকে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে বিনাযুদ্ধে মক্কা বিজয় করেছেন। মক্কার কাফিররা ভয়ে পাহাড়ের গুহার দিকে পালিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। এর মধ্যে আমাদের নবীজী (সাঃ) দেখলেন এক বুড়ি তার মাথায় ভারী বস্তা নিয়ে নামতে চেষ্টা করছেন। নবীজী তাকে বললেন, মা আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে ভয়ার্ত স্বরে বুড়ি বলল, ওমা তুমি কে গো? তুমি জানো না আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয় করেছে। এখন আমরা সবাই বেশ ভয়ে আছি, এবার বুঝি সে আমাদের ধরে ধরে কতল করবে। ওর ভয়ে আমরা ঐ দূর পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছি। আমিও সেখানে যাচ্ছি। তুমি যদি বাঁচতে চাও তবে আমার সঙ্গে এসো। নবীজী বুড়ির বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে তার সঙ্গে চললেন। যখন সেই গুহায় পৌঁছালেন তখন সবাই অবাক হয়ে দেখলো বিজয়ী মোহাম্মদ এক সামান্য বুড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে তার পিছু পিছু এসেছেন। নবীজী তাদের বললেন, আমি কেন তোমাদের কতল করবো? কোনো ভয় নেই। তোমরা যার যার গৃহে ফিরে যাও। নবীজী (সাঃ)-এর এই উদারতায় মুগ্ধ হয়ে কাফিররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো দলে দলে।

এ জন্যই ইসলাম, এই হলো তার সৌন্দর্য। আজকে সারা দেশে বোমা ফাটিয়ে, বিচারক হত্যা করে এ দেশের মাটিতে যে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা আর যাই হোক শান্তির ইসলাম কায়েম করতে চায় না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানুষের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না। জোর করে মানুষকে ইসলামের পথে আনার কথা আল্লাহ পাক স্বয়ং নজীবী (সাঃ)কে বলেননি। যুগে যুগে ইসলাম কায়েম হয়েছে প্রেম-মমতা, উদারতা আর ভালোবাসার মাধ্যমে। সহিংসতার মাধ্যমে পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

এস এম নওশের
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ভাওয়াইয়া গান

ভাওয়াইয়া গান বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর এবং ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আসামের ব্যাপক অঞ্চলের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক গান। এ গানে সংশ্লিষ্ট ওই অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। এই ভাওয়াইয়া গান বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং শুদ্ধভাবে এ গান শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকায় গানগুলো প্রতিদিন বিকৃত হচ্ছে।

প্রয়াত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এই ভাওয়াইয়া গান ডিস্ক রেকর্ডে গেয়েছিলেন। চর্যাগীতির পর আব্বাসউদ্দীন আহমদের সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের ভাওয়াইয়ার লিখিত তেমন কোনো দলিল বা পুস্তকাদি পাওয়া যায় না। লেখালেখি যা হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম।

এ দেশে ভাওয়াইয়া গান শিক্ষার তেমন কোনো স্কুল ছিল না, তেমনি ভাওয়াইয়া শিল্পীদের কোনো সংগঠনও ছিল না। ফলে ভাওয়াইয়া গানগুলো সংরক্ষণ করার যেমন কোনো ব্যবস্থা হয়নি, তেমনি গানগুলো ভাওয়াইয়া শিল্পী বা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি।

গত কয়েশ' বছরে প্রয়াত শিল্পীদের হাজার হাজার ভাওয়াইয়া গান হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। তবে ভাওয়াইয়া কার্যক্রমগুলো সুসজ্জিত ডালা নিয়ে যাত্রা শুরু করেন একেএম মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি ভাওয়াইয়া পরিষদ, রংপুর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাওয়াইয়া গানের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং শুধুই ভাওয়াইয়া শিক্ষার কাজ শুরু করেন ১৯৯২ সালে। ঢাকায় ২০০২ সালে ভাওয়াইয়া একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্বোপরি ভাওয়াইয়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও শিক্ষার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন এবং নির্বিকার কেন আমরা? এ ব্যাপারে যথাযথ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কি নেয়া যায় না?

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর, ঢাকা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

স্ন্যাপ শট : জীবনের খন্ডচিত্র

রাস্তায় হাটছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য- ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড কিংবা মালা হাতে এক পথশিশুর ছুটে চলা। দৃশ্য যেমনি হোক- ক্যামেরা ফোন কিংবা ডিজিটালক্যামে ছবিটি তুলে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। আপনার পাঠানো ছবি এবং তথ্য নিয়ে সাজানো হবে স্ন্যাপ শট বিভাগ। এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। আপনার ছবি সাক্ষী হতে পারে কোন ঘটনার। লন্ডনের বোমা হামলার পর ঠিক তাই হয়েছিল। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রচারিত হয়েছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে। ছবি যেকোন ফরম্যাটের হতে পারে। পাঠাতে পারেন ইমেইলে, ডাকে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। পাঠানো ছবি এবং তথ্যের নিউজ ভ্যালু থাকতে হবে। ঘটনা হবে সমসাময়িক।

ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায়
স্ন্যাপ শট
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot_s2000@yahoo.com